# মোবাইল ফোনে বিরক্ত করছে কীভাবে অভিযোগ করবেন

আজ থেকে দশ বছর আগেও মুঠোফোন হাতেগোনা কয়েকজন বিত্তশালীর হাতে শোভা পেত। পথে মোবাইল হাতে কাউকে দেখলে একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করতো বা খুব আগ্রহসহকারে 'কত দাম নিল ভাই, আমিও তো কিনতে চাচ্ছি'- এমন সুখকর আলাপ করতে ইচ্ছে করতো। আর এখন! পথেঘাটে সর্বত্র মোবাইল দেখে আর এর নানা বাহারি রিংটোন শুনে কিছু মানুষ তো যারপরনাই বিরক্ত। খুব অল্প সময়ে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছে, হ্যান্ডসেটের দামটাও নিয়ে এসেছে মধ্যবিত্তের হাতের নাগালে। তাই প্রয়োজনের এ বস্তুটি এখন অনেক মানুষের শৌখিনতার বস্তুতেও রূপান্তরিত হয়েছে। একই সঙ্গে এর অতি ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষ মানুষের বিড়ম্বনা ও উপদ্রব্যের উপাদানে পরিণত হয়েছে।

**ঘটনা-১**

নীলক্ষেতের একটি ফোনের দোকান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সেতু প্রায় এক ঘণ্টা ধরে একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করেই চলছে, করেই চলছে। ওপার থেকে কেউ ফোন ধরছেন না। গত তিন মাস ধরে ঐ নম্বরটি থেকে দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত একটানা 'মিস্‌কল' দিয়ে যায়। এ নিয়ে যতবারই ঐ নম্বরটিতে ফোন করে কথা বলতে চেয়েছে, হয় ঐ নম্বরধারী ফোন ধরছেন না কিংবা ফোন বন্ধ। অনেক সময় সারা রাত ফোন বন্ধ করে রেখে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছে ও। কিন্তু রাত ১০টা আর এমন কি রাত? এ সময়ে অনেক প্রয়োজনীয় কল্ আসতে পারে। তাই ফোনও খোলা রাখতে হচ্ছে ওকে আর বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হচ্ছে এ অসহনীয় অবস্থা।

**ঘটনা-২**

সামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বাড়ি অনেক দূরে। তাই যথারীতি হলে থেকে পড়াশোনা করতে হচ্ছে ওকে। সবার মতো ওরও একটি মোবাইল ফোন আছে। সেই প্রথম বর্ষেই বাবা মেয়ের রেজাল্টে খুশি হয়ে কিনে দিয়েছিলেন, যাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে রোজ যোগাযোগ হয়। প্রয়োজনের সময় যেকোনো খবর দিতে পারে বাবা-মাকে। ও খুব স্বাভাবিকভাবেই বন্ধু আর পরিচিতজনদের দিয়েছিল নম্বরটা। কিন্তু বিধিবাম! তাদের থেকে নম্বরটা এখন এমনভাবে ছড়িয়েছে যে পারলে ও চব্বিশ ঘণ্টা ফোন অফ করে রাখে। সারা দিন-রাত রাজ্যের সব অপরিচিত নম্বর থেকে মিস্‌কল, ম্যাসেজ, এমনকি ফোনও আসে। যার কথাগুলো থাকে একেবারেই অবান্তর। এখন এমন অবস্থা যে দিনের কেবল একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফোন খোলা রেখে ও বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, বাকি সময়টা বন্ধ।

**ঘটনা-৩**

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সোহেল আহ্‌মদ। মোবাইল তার এতোই জরুরি যে, দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই তার ফোন আসে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে। ইদানীং কয়েকটি (উটকো) নম্বর থেকে ফোন আসে তার কাছে। যারা ফোন করে তারা চুপ করে থাকে। কোনো কথা বলে না। মিনিটখানেক এ অবস্থায় থেকে ফোন কেটে দেয়, সঙ্গে মিস্‌কলের যন্ত্রণা তো আছেই। এমন একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হয়ে মোবাইল ব্যবহার না করা কিংবা বন্ধ করে রাখা তার জন্য অসম্ভব, তাই বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হচ্ছে তাকে এসব বিড়ম্বনা।

এ রকম হাজারো ঘটনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আমাদের চারপাশে। ছাত্রছাত্রীরা, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, গৃহিণী থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষ কম-বেশি এই বিড়ম্বনার শিকার। 69-এর বরদা মানে অভিনেতা হাসান মাসুদ বলেন, 'আমাকে একবার মিস্‌কল দেয়া শুরু করলে ২-৩ ঘণ্টা সেটা অনবরত চলতে থাকে। আমি অনেকবার কল্ ব্যাক করে অনুরোধ করেছি কিন্তু তারা সেটা শোনে না। অবশেষে আমি বাধ্য হয়ে কাস্টমার সার্ভিস-এ ফোন করে ঐ নির্দিষ্ট নম্বরটির বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করেছি এবং ঐ লাইন অফ করে দিতে বলেছি। পরবর্তীতে ঐ ভদ্রলোক কিংবা ভদ্রমহিলা (যিনি মিস্‌কল দিতেন) অনুরোধ করে আবার লাইন চালু করিয়েছেন। জনপ্রিয় মডেল/অভিনেত্রী তিশা বলেন, 'এ

রকম বিড়ম্বনার শিকার আমাকে প্রচুর পরিমাণ হতে হয়। যারা মিস্‌কল কিংবা মেসেজ দিয়ে অনবরত ডিস্টার্ব করেন তাদের অনুরোধ করলেও শোনেন না'। আরো জানান, তিনি খুব বেশি অভিযোগ করেননি, তবে অভিযোগ করলেও খুব একটা কাজে আসে না। কারণ যারা ডিস্টার্ব করে তাদের মোবাইল কোম্পানি সতর্ক করলেও পরে তারা নতুন নতুন নম্বর থেকে ডিস্টার্ব করে। তাই বাধ্য হয়ে তিশা এখন এ বিড়ম্বনা মেনেই নিয়েছেন।

**বিড়ম্বনার প্রতিকার**

এ রকম বিড়ম্বনার শিকার হলে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো অবশ্য কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

গ্রামীণফোনের মিডিয়া সেলের মোজাম্মেল জানান, এ রকম অভিযোগ এলে তারা অভিযোগকারীকে সাহায্য করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। যে নম্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ যায় প্রথমে তারা মৌখিকভাবে ঐ নম্বরে ফোন করে বলে যাতে আর ডিস্টার্ব না করা হয়। পরবর্তীতে আবারও যদি অভিযোগ আসে তাহলে তারা অভিযোগকারীর কাছ থেকে লিখিত নেন এবং সবশেষে ঐ নম্বরের সিম্ অফ করে দেন। গ্রামীণফোনের অভিযোগ জানানোর নম্বর দুটি হলো- ১২১, ১২২।

মোবাইল কোম্পানি 'একটেল'-এর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারাও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। 'একটেল'-এর এক্সিকিউটিভ কাস্টমার কেয়ার মোঃ মুসফেকুস সালে জানান, এ রকম ভুক্তভোগী কেউ যদি অভিযোগ করেন সে ক্ষেত্রে প্রথমে তারা যে নম্বর থেকে বিরক্ত করে তাকে ফোন করে মৌখিকভাবে 'না' করে দেন

*মডেল-অভিনেত্রী তিশা*

*অভিনেতা হাসান মাসুদ*

এবং অভিযোগকারীকে লিখিত দিতে বলেন। এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে তারা পদক্ষেপ নেন, প্রয়োজনে সিম লক করে দেন। তবে ভিআইপি কেউ যদি অভিযোগ করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ডিস্টার্বকারীর সিমটি বন্ধ করে দেন এবং যতক্ষণ না এসে বিরক্তকারী দুঃখ প্রকাশ না করেন ততক্ষণ তার নম্বর বন্ধ করে রাখা হয়।

বাংলালিংকের কাস্টমার করায় নম্বর ১২১-এ ফোন করে জানা যায়, প্রথমে অভিযোগকারীকে তারা নিকটস্থ থানায় জিডি করতে বলেন। এরপর জিডি কপি নিয়ে কাস্টমার কেয়ার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।

**তনিমা আরেফীন**


**সুস্থ খাসির মাংস**

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L\‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

**ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম**
**ফোন : ৯১১৩৭৭১**

ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান পুথিঘর লিঃ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা প্রণীত **উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন সহায়িকা** A+ প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উঁচু মানের একটি উৎকৃষ্ট বই। যাচাই করুন তারপর কিনুন।

**পুথিঘর লিঃ** ২২ প্যারীদাস রোড- ঢাকা